বিরজা-মাহাত্ম্য ও আচার্য্য শংকর

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

'শংকর' শব্দের অর্থ যিনি পরম মঙ্গলকর। 'শং' অর্থে শক্তি সমন্বিত ওঙ্কার; 'কর' অর্থে, সেই ওঙ্কাররূপ আদিত্যের তেজ বা কিরণ; ওঙ্কাররূপ আদিত্যের কিরণ এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে মঙ্গলকর তাই ওঙ্কারেশ্বর শিব ''শংকর'' নামে অভিহিত হন। আদি শংকরাচার্য্য রুদ্র শিবের অবতার ছিলেন তাই তাঁহার নাম হয় ''শংকর''। সত্ত্বগুণময় বৈরাগ্যের চিন্ময় তেজ লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্যল্প বয়সেই বৈরাগ্যাগ্নি তাঁহার মধ্যে এতই প্রকটিত হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার গুরুদীক্ষার পূর্বেই নিজেই নিজের সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বৈদিক শাস্ত্রাবলম্বনে বিরজা হোমাদি রূপ কর্মের মাধ্যমে।

সন্ন্যাস-মার্গে বিরজা হোমের মাহাত্ম্য অপার। যোগীহৃদয়ের বৈরাগ্যভাব বা বিরাগভাব আত্ম-সাধনার পথে নিবৃত্তির পথকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ওই বৈরাগ্যভাবের উৎসস্থল কেথায়? —গোলোকে শ্রীরাধিকার দিব্যমহাভাবের ধারার সংযত-নিবৃত্তির অবস্থা হইতে ''বৈরাগ্য'' মহাভাবের উদয় হয়। সেই মহাভাবেরই স্বরূপ হইলেন ''দেবী বিরজা'' স্বয়ং; সেই কারণে দেবী বিরজায় শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীরাধিকা তাঁহার উপর রুষ্ট হইলে তিনি শ্রীরাধিকার ভয়ে নদীরূপে পরিণত হন এবং গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি লোকে প্রবাহিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও অবতরণ করেন। তাঁহা হইতে সপ্ত সাগরের জন্ম হয়। বিরজা শ্রীরাধিকার সখী ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়া ছিলেন। এইগুলি হল ভগবৎলীলা মাধুর্য্যের রূপতত্ত্ব। ভগবৎলীলার মধ্যেই অনন্ত সৃষ্টিতত্ত্বের বীজ সমাহিত থাকে। মহাজ্ঞান সম্বোধিতে পরমশিব নিত্যস্তর হইতে ইহা বোধগম্য করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে ইচ্ছা-মাহাত্ম্যে আরোপ করিয়া থাকেন। বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দে ''বিরজাদেবী'' নদীরূপে প্রকটিতা; আবার আধ্যাত্ম চেতনায় যোগতত্ত্বে দেহমধ্যে নাড়ীরূপে প্রবাহিতা। বিরজা দেবীর কৃপা অন্তরে জাগ্রত হইলে যোগীহৃদয়ে শুদ্ধ বৈরাগ্যভাবের স্ফুরণ হয়। যারফলে বিরজা নাড়ীর পথে যোগীর চেতনা বিশুদ্ধচক্রের ঊর্দ্ধে ললনাচক্র হইতে প্রাণের ধারায় উজানে ঊর্দ্ধে গমন করিতে থাকে; ক্রমশঃ সেই ধারা ঊর্দ্ধস্রোতে প্রবাহিত হইয়া সহস্রার-পদ্ম চেতনাকে অতিক্রম করিয়া অতিমানস হইতে মহামানস স্তরে উপনীত হইয়া মহাপ্রাণময় সত্তায় যোগীর অস্তিত্ববোধকে উপনীত করিয়া দেয়। প্রকৃত ''সন্ন্যাস'' অবস্থা নিবৃত্তিমার্গে পরম সত্যকে অবলোকন করিবার জন্য অপরিহার্য্য। সত্তার প্রবৃত্তির ধারা অন্তর্মুখীন ধারায় নিবৃত্তিপূর্বক চিত্তবৃত্তি নিরোধ না হওয়া পর্য্যন্ত যোগী যোগযুক্ত হইয়া সুষুম্নায় ব্রহ্মনাড়ীতে ব্রহ্মমার্গে সৎ-ন্যাসের সাধনা ধারণ করিতে সক্ষম হন না। এই ব্রহ্মনাড়ীতেই বিরজার পথ রহিয়াছে। বিরজার পথেই যোগীসত্তা শিবাবস্থা প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন। তাই যোগী জীবনের বৈরাগ্যের ভাবধারাকে পরিপুষ্ট করিতে বিরজা হোমের মাধ্যমে বিরজা দেবীর শ্রীপাদপদ্মে কৃপা ভিক্ষা করিয়া আত্মসাধন সংকল্পে ব্রতী হইবার নীতিকেই 'সন্ন্যাস-দীক্ষা' বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত করা হয়। শিবাবতার আদি শংকর এই বিরজাদেবীর কৃপাসিদ্ধ ছিলেন। ত্যাগের প্রতিমূর্তিরূপ ধারণ করিয়া তিনি মহাজ্ঞানের খোঁজে সৎগুরুকরণ করিবার জন্যে অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া শিবক্ষেত্র ওঙ্কারেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইখানে মহাজ্ঞানময় সূর্য্য মহাগুরু শ্রীগোবিন্দপাদ রূপী পতঞ্জলিদেব শংকরকে সত্যদীক্ষারূপ গুপ্ত যোগ-বিদ্যার কৌশল বিশুদ্ধ পরাবিদ্যা বেদান্ত বিদ্যা প্রদান করেন। দীক্ষার শক্তিতে শংকরের মধ্যে তাঁহার সত্তার আদি সংস্কার জাগ্রত হইয়া ওঠে এবং তারফলে অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি পূর্ণসিদ্ধিলাভ করেন। অবতার কল্প শিবস্বরূপ আচার্য্য শংকরের জীবনের ধারা সমগ্র বিশ্বের ব্যাসদেবের মহামণ্ডলের দ্বারা পরিচালিত ও পরিবৃত ছিল। তিনি ছিলেন শিবাবস্থার অনুভূতি ''অহং ব্রহ্মাস্মি'' বোধের সন্ন্যাস ধর্মে ব্রতী বৈদিক অদ্বৈত মতের সংস্থাপক। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহার অদ্বৈত মহাজ্ঞানের অনুভূতিতে শিব ও শক্তি তত্ত্বের অভেদত্ব অদ্বৈতভাবের প্রকাশ পাওয়া যায় (অর্দ্ধনারীশ্বর স্তোত্র)। শংকরের জীবনে আদ্যাশক্তি মহামায়ার বহুলীলা প্রকট হইয়াছে। তন্মধ্যে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ একটি

শংকরাচার্য্য ও তাঁর চার প্রধান শিষ্য

ঘটনা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি —

কাশীধামে একদিন আচার্য্য শংকর মণিকর্ণিকাতে স্নানার্থ যাইতেছেন, পথিমধ্যে দেখিলেন — একটি যুবতী রমণী তাহার মৃত পতির মস্তক ক্রোড়ে করিয়া আকুল ক্রন্দন করিতেছেন। মৃতদেহটি মণিকর্ণিকার সঙ্কীর্ণ পথটি রুদ্ধ করিয়া পতিত। স্ত্রীলোকটি নিকটে যাহাকে দেখিতেছেন তাহাকেই নিজ পতির সৎকারের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন এবং ক্রন্দন করিতেছেন। আচার্য্য শংকর বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন —''মা, শবটিকে যদি এক পার্শ্ববর্তী করেন, তাহা হইলে আমরা যাইতে পারি।''

স্ত্রীলোকটি এতই শোকাভিভূতা যে এ কথাটি যেন তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্টই হইল না। তখন আচার্য্য শংকর অগত্যা বারংবার তাহাকে ইহার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন সেই রমণী বলিলেন —''কেন মহাত্মন! শবকেই এজন্য বলুন না?'' রমণীর এইরূপ কথা শুনিয়া আচার্য্য শংকর বিস্মিত হইয়া করুণার্দ্র হৃদয়ে তাহাকে বলিলেন —''মা! আপনি কি বুদ্ধি হারাইয়াছেন? শব কি কখনো সরিতে পারে? উহার কি শক্তি আছে যে উহা স্বয়ং সরিবে?''

স্ত্রীলোকটি তখন বলিলেন, ''কেন মহাত্মন্! আপনার মতে তো শক্তিশূণ্য ব্রহ্মেরই জগৎকর্তৃত্ব। শব তবে সরিবে না কেন?''

আচার্য্য শংকর স্ত্রীলোকটির এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি তখন ভাবিতেছেন — ইহা কি দৈবলীলা! এদিকে নিমেষমধ্যে শবসহ রমণী অন্তর্ধান করিলেন। অতঃপর তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিলেন যে ইহা ভগবতীরই কৃপা; শক্তিশূণ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ সাধারণের গ্রহণীয় নহে। ''ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছু নয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তিরও স্থান নাই, তাহাই পরমার্থ সত্য'' — এ তত্ত্ব কয়জন লোক গ্রহণ করিতে পারে? কর্ম এবং আত্মসাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধ না হইলে অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানগম্য হয় না। তাই জগজ্জননী কাশীপুরাধীশ্বরী অন্নপূর্ণাদেবী এক অদ্ভুত ভগবৎলীলার মাধ্যমে আচার্য্য শংকরকে সত্যের শিক্ষা প্রদান করিলেন।